ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 058 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৮ ● কলকাতা ● ১৬ ফাল্গুন , ১৪৩২ ● রবিবার ● ০১ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 217

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা কোন ভাষাকে কোলাহল ভাবব, হাল্কা ভাবব, অপমান করব তো পশু-পক্ষীর ভাষা কেন, মানুষের ভাষাও শিখতে পারব না। পশু-পক্ষীর ভাষাতে শব্দ হয় না, কারণ তাদের শব্দের জ্ঞান থাকে না, ওদের ভাষাতে এক বিশিষ্ট বাক্যের জন্য বিশিষ্ট আওয়াজ হয় আর বিশেষ আওয়াজের মাধ্যমে সে নিজের কথা বলে আর বোঝে।

ক্রমশঃ

বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ১ কোটির বেশি জনগণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘোষণা মতোই অবশেষে প্রকাশিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। খসড়া তালিকায় যেখানে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল, ধাপে ধাপে যেভাবে বিভিন্ন জেলার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে আরও ৭ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে বলে খবর মিলছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ৬৫ লক্ষের গণ্ডি ছাড়াচ্ছে নাম বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা।গত বছর ৪ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রায় তিন মাস পর, আজ পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করছে নির্বাচন কমিশন। গত ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩১ জনের নাম ছিল। বাদ যায় ৫৮ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম। ২৭ ডিসেম্বর থেকে প্রথমে 'আনম্যাপড' ভোটারদের দিয়ে শুরু হয় SIR-এর শুনানি। এরপর ধাপে ধাপে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র তালিকায় থাকা ভোটারদের শুনানিতে ডাকে কমিশন। গত প্রায় দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে, শুনানি প্রক্রিয়ার মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে সতর্ক নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তার আগে সতর্ক নবান্ন। রাজ্য পুলিশকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া-সহ উত্তরবঙ্গের পুলিশ সুপারদের বিশেষ সতর্ক করা হয়েছে।এদিকে, শুক্রবার থেকে রাজ্যে আসতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবারের মধ্যে প্রথম দফায় মোট ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা। তার মধ্যে ৬৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে উত্তরবঙ্গে। বাকি ১৭৪ কোম্পানি দক্ষিণবঙ্গের নানা প্রান্তে মোতায়েন হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে উত্তর ২৪ পরগনা। বারাসতে ৬ কোম্পানি, বনগাঁয় ৪ কোম্পানি, বসিরহাটে ৭ কোম্পানি, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে ৯ কোম্পানি, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে ৪ কোম্পানি মোতায়েন থাকবে। সুতরাং উত্তর ২৪ পরগনায় মোট ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ৫ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবারে ৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সবমিলিয়ে এই জেলায় ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হওয়ার সিদ্ধান্ত। মালদহে ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে ৮ কোম্পানি করে মোট ১৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।শুক্রবার রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজিপি দপ্তর থেকে একটি নির্দেশিকা জারি হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে 'এক্সট্রিম রেডিনেস' বা চরম প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে তো শনিবার এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ। আবার তার উপর মঙ্গল ও বুধবার দোল ও হোলি। সবমিলিয়ে অশান্তি রুখতে তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কমিশনারের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা নবান্নে থাকবেন। নবান্নের কন্ট্রোল রুমকেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে বাংলার যেকোনও প্রান্তে অশান্তির খবর পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী

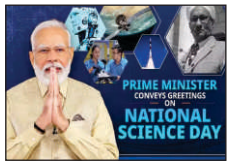

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে, আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের চেতনা উদযাপন করি যা আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, "এই দিনটি স্যার সিভি রমনের রমন প্রভাবের যুগান্তকারী আবিষ্কারকে স্মরণ করে"। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে এই আবিষ্কার ভারতীয় গবেষণাকে বিশ্ব মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে স্থান

এরপর 4 পাতায়

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নেটওয়ার্ক১৮ রাইজিং ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাইজিং ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন। এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "ভিতরে শক্তি"। তিনি গত ১১ বছরে ভারতের উন্নয়ন যাত্রা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সম্ভাবনা পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারতের রোডম্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তৎ ত্বাম অসি', অর্থাৎ আমরা যে দেবত্ব খুঁজছি তা আমাদের মধ্যেই আছে। আমাদের অবশ্যই নিজেদের ভেতরে থাকা সম্ভাবনাকে চিনতে হবে। গত ১১ বছরে, ভারত সেই শক্তিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এটিকে শক্তিশালী করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও দেশে সম্ভাবনা হঠাৎ করে জন্ম নেয় না; এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি হয়। শ্রী মোদী বলেন যে, গত ১১ বছরে, ভারত সক্রিয়ভাবে তার হারানো সম্ভাবনা পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি জাতীয় চেতনায় একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত করতে পেরেছে। তিনি বলেন, দেশ উৎপাদন, পণ্যের মান উন্নত করা এবং একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরির জন্য অর্থনৈতিক নীতি শক্তিশালীকরণের উপর পুনরায় মনোনিবেশ করছে। "ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং দ্বি-অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সরকার কার্যকরভাবে ভারতকে বিশ্বের উন্নয়নের চালিকা শক্তিতে পরিণত করেছে।

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ১ কোটির বেশি জনগণ

বারে বারে উঠেছে হেনস্থা, হয়রানি, এমনকি আতঙ্কে মৃৎয়ুরও অভিযোগ ওঠে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষ দিন ছিল। ওইদিন পর্যন্ত শুনানিতে আসেননি ৪ লক্ষ ৯৮ হাজারের মতো ভোটার।তবে SIR-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও, এখনও ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ভোটারের নিষ্পত্তি হয়নি। ওই ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ভোটারের যাদের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। তাঁদের নামের পাশে 'Under Adjudication' অর্থাৎ 'নিষ্পত্তি বাকি' লেখা থাকছে। এর পর যত আবেদনের নিষ্পত্তি হবে, তাঁদের নাম পৃথক সাপ্লিমেন্টারি তালিকা হিসাবে ঢুকে জুড়ে যাবে মূল তালিকার সঙ্গে। যাঁদের নাম বাদ যাচ্ছে, তাঁদের নামের পাশে 'Deleted' লেখা থাকবে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনায় ৫ লক্ষ ৯০ হাজারের ভোটারের নিষ্পত্তি হওয়া বাকি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার ভোটারের নিষ্পত্তি বাকি। পশ্চিম মেদিনীপুরে ১ লক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৮০ হাজার, উত্তর কলকাতায় ৬০ হাজার, দক্ষিণ কলকাতায় ৭৮ হাজার এবং সর্বোচ্চ মুর্শিদাবাদে, প্রায় ১০ লক্ষ ভোটারের নিষ্পত্তি হওয়া বাকি।

অর্থাৎ, আপাতত এই ভোটাররা বাদ, তাঁদের নিষ্পত্তি হওয়া বাকি। বিষয়টি বিচারাধীন। জুডিশিয়াল অফিসাররা সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটারের নিষ্পত্তি হয়নি। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খসড়া তালিকায় আগেই ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। এই মুহূর্তে আরও ৭ লক্ষ ভোটারের নামের পাশে ডিলিটেড লেখা থাকছে। অর্থাৎ ৬৫ লক্ষ। এখও ভাগ্য নির্ধারণ বাকি রয়েছে ৬০ লক্ষের। সেই নিরিখে ১ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বিকেলে এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে আরও বিশদে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হবে।

নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এতদিন একটানা ভোট দিয়ে এলেও, সমস্ত নথিপত্র থাকলেও, নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন তারা। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বাদ পড়া লোকজন।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি, **মিরাজ খাঁন**, পিতা- জিয়ারুল খাঁন, সাং- কামালপুর, পোঃ- রাজারামপুর, থানা- ফলতা, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ভুলক্রমে আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম লেখা হয়েছে মিরা জুদ্দিন খাঁ। ০৯/০২/২০২৬ তারিখে ডায়মণ্ড হারবার ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে **মিরাজ খাঁন** এবং **মিরা জুদ্দিন খাঁ** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

(২ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নেটওয়ার্ক১৮ রাইজিং ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন

প্রধানমন্ত্রী মোদী ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ভারতের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জন ধন, আধার এবং মোবাইলের মত বিষয়গুলির উল্লেখ করেন। তিনি সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি) এর সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে ২৪ ট্রিলিয়ন টাকা পাঠানো হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে দেশ শীর্ষস্থানীয় সৌরশক্তি চালিত দেশে পরিণত হয়েছে। বন্দে ভারত এবং নমো ভারত যুগে রেল ব্যবস্থা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পূর্ববর্তী শিল্প বিপ্লবগুলিতে, ভারত এবং গ্লোবাল সাউথ কেবল অনুসারী ছিল। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, ভারত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার এবং সেগুলিকে রূপ দিচ্ছে। আজ আমাদের নিজস্ব এআই স্টার্টআপ পরিমন্ডল রয়েছে এবং এআই ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তার উপর দ্রুত কাজ করছি।" শ্রী মোদী আরও বলেন যে ১০০ টিরও বেশি দেশের অংশগ্রহণে সম্প্রতি শেষ হওয়া এআই শীর্ষ সম্মেলনটি ছিল গর্বের মুহূর্ত।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে,বর্তমানে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন "বর্তমানে, আমরা একটি সেমিকন্ডাক্টর পরিমন্ডল তৈরি করছি এবং আগামী দশকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রিন হাইড্রোজেন, সৌরশক্তি এবং ইথানল মিশ্রণ, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, মোবাইল উৎপাদন, ড্রোন প্রযুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পরিকাঠামোতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি", প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশ গঠন কখনই তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনা দিয়ে হয় না; এটি ঘটে একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি, ধৈর্য এবং সময়মতো নেওয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ২৮ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় চারগুণ বেশি। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, "এই সংস্কারের ফলে আমাদের দেশ কৃষি রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠছে।"

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী সকল জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমি লাল কেল্লা থেকে বলেছি - এটাই সময়, সঠিক সময়। ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার এটাই সময়। প্রতিটি ব্যক্তিকে উৎকর্ষের লক্ষ্যে কাজ করতে দিন... আমাদের কেবল নিয়মিত কাজ করা উচিত নয়, আমাদের বিশ্বমানের কাজ করা উচিত।"

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভা প্রার্থী মনোনয়নে রাজীবের নাম

মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমারকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এই ঘোষণার পর থেকেই জল্পনার অন্ত নেই রাজনৈতিক মহলে। আলোচনা শুরু হয়েছে তৃণমূল অন্দরেও।চতুর্থত, তৃণমূলের একাংশের বক্তব্য, রাজীবকে সংসদে পাঠিয়ে এ রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও বার্তা দিলেন মমতা। তাঁদের যুক্তি, বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের 'চাপে' এ রাজ্যের অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকই 'ভীত'। তাঁদের অনেকের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেও চলেন, যা মমতার সরকারের কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ। এই পরিস্থিতি রাজীবকে সংসদে পাঠিয়ে আসলে বার্তা দেওয়া হল যে, 'চাপের' মুখে নতিস্বীকারের প্রয়োজন নেই। ভালো কাজ করে গেলে রাজ্য সরকার 'নিরাপত্তা'র ব্যবস্থা করবে।রাজ্যসভায় তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকেত গোখেলের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী এপ্রিল মাসে। আগেই পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন মৌসম বেনজির নূর। এই চার আসনেই নতুন মুখ আনতে চলেছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। অতীতে বিভিন্ন পেশার পরিচিতদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন মমতা। কিন্তু রাজীবের মতো সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এবং 'বিতর্কিত' পুলিশকর্তার মনোনয়ন সাম্প্রতিক অতীতে সব চেয়ে বেশি নজরকাড়া। বাম আমলে নানা সময়ে রাজীবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মমতা। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর সেই রাজীবই ধীরে ধীরে মমতার 'আস্থাভাজন' হয়ে ওঠেন। সারদা কাণ্ডের শোরগোলের সময় তাঁকে 'আমার সেরা অফিসার' আখ্যাও দিয়েছিলেন মমতা। শুধু তা-ই নয়, সারদা কাণ্ডের তদন্তে রাজীবকে সিবিআই জেরা করতে এলে ধর্মতলায় সপার্ষদ ধর্নাতেও বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীকালে এই দুঁদে পুলিশকর্তার রাজ্য ও কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ পেরিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-ও হন। কিন্তু অবসরের পর তাঁকে মমতার রাজ্যসভার পাঠানোর সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক শিবিরের বড় অংশই কল্পনা করতে পারেনি!

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহে রাজ্য প্রশাসন তো বটেই, তৃণমূলের অন্দরেও অনেকে বলতে শুরু করেছিলেন, রাজীব সম্ভবত আর আগের মতো মমতার 'আস্থাভাজন' নন। যুবভারতী কাণ্ডের পর তাঁকে প্রকাশ্য বৈঠকে তিরস্কারও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, তার কিছু দিন পরেই রাজীবের অবসরের সময় চলে আসে। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসাবে তাঁর মেয়াদ নবান্ন না বাড়ানোয় অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার রাজীবের দুঃসময় শুরু হবে! অবসরজীবন নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই কাটাতে হবে তাঁকে। কিন্তু অনুমান যে কতটা ভ্রান্ত ছিল, তা শুক্রবার রাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধু তৃণমূলের অন্দরমহল বা বিরোধী শিবিরই নয়, প্রশাসনিক মহলেও রাজ্যসভা প্রার্থী মনোনয়নে রাজীবের নাম নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে উঠে আসছে চার কারণ।

প্রথমত, সারদা মামলা তো বটেই, সম্প্রতি আইপ্যাক কাণ্ডেও রাজীবের নাম জড়িয়েছে। ঘটনাচক্রে, এই দুই মামলাতেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। তাই চাকরিজীবন থেকে অবসরের পর অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, রাজীব হয়তো এবার কেন্দ্রীয় সরকারের রোষে পড়বেন। আইপিএস অফিসার এবং রাজ্যের ডিজি পদে থাকার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এতদিন যে পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি, অবসরের পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে সেই সব পদক্ষেপই করা হতে পারে। সে দিক দেখলে নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল রাজীবের। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হলে সে রকমই কিছু নিরাপত্তা পাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে হলে সংসদের নিয়মকানুন মেনেই করতে হবে, যা ততটাও সহজ হবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বত্রিশতম পর্ব)

বলে, 'কে তুমি'? প্রচণ্ড সাহসিনী মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'আমি তোমার মেয়ে সারদা'। এর পরের কাহিনি সবার জানা। এ রকম শুধু একজন বা দু'জন ডাকাত বা বিপথগামী মানুষ নয়, আরও কত শত মানুষকে তিনি জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছেন। এ কারণেই তিনি বিশ্বজননী। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে নম্রতার পরিচয় আমরা জেনেছি সেটাও কম নয়। এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে ঘোষণা করতে হয়নি, তাঁর আচার-আচরণেই সেটা ফুটে উঠেছে বার বার। তিনি তাঁর সহজ সরল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী

দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন যে আমাদের সংকল্প হল দেশের যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, গবেষণা ও বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন;

"আজ, জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে, আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের চেতনা উদযাপন করি যা আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই দিনটি স্যার সিভি রমনের 'রমন এফেক্ট'-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারকে স্মরণ করে। এই আবিষ্কার ভারতীয় গবেষণাকে বিশ্ব মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে স্থান দিয়েছে। আমরা আমাদের যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, গবেষণা বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করি।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিন লক্ষ্য করেছেন যে একপ্রকার দ্বিত্ব হচ্ছে মাতৃগণের সংজ্ঞার প্রথম শর্তঃ তাঁরা আনন্দময়ী এবং ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয়ত, তাঁরা অবৈদিক ঐতিহ্যে সংশ্লিষ্ট ("association with Non-Vedic traditions") (৫৭)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শক্তির উৎসের পরিবর্তিত পরিসর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রতিদিন ঘর, বিদ্যালয়, কারখানা ও হাসপাতালে আলো জ্বলে ওঠে। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে পাখা ঘোরে, মাঠে জলসেচের পাম্প চলে, যাত্রীবাহী ট্রেন ছুটে যায়। এই সবকিছুর পিছনেই একটি বিস্তৃত ও সুসংগঠিত শক্তি ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে।

ভারত বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ তিন শক্তি ব্যবহারকারী দেশের অন্যতম। প্রতি বছর-ই বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২৩–২৪ সালে ১,৭৩৯.০৯ বিলিয়ন ইউনিট থেকে ২০২৪–২৫ সালে ১,৮২৯.৬৯ বিলিয়ন ইউনিটে উন্নীত হয়েছে। বৃদ্ধি ৫.২১ শতাংশ। ২০২৫–২৬ সালের জন্য উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ২,০০০.৪ বিলিয়ন ইউনিট।

নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার, জাতীয় হরিৎ হাইড্রোজেন মিশন, সুস্থায়ী পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনে আইন সংস্কার, শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্কার এবং ডিজিটাল শক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো উদ্যোগ এই পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার: সম্প্রসারণ থেকে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব

নীতিনির্ভর পরিকল্পনার মাধ্যমে নবীকরণযোগ্য শক্তিতে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক নবীকরণযোগ্য শক্তি সংস্থার ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট স্থাপিত নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতায় ভারত আন্তর্জাতিকভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

প্রধান উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩.৯ লক্ষ পরিবার ছাদে সৌর ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। মোট ৭ গিগাওয়াট বিতরণকৃত পরিচ্ছন্ন শক্তি যুক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কিষান উর্জা সুরক্ষা ও উন্নয়ন মহাভিযান কৃষিক্ষেত্রে সৌরায়নকে উৎসাহিত করছে। ডিজেলের উপর নির্ভরতা কমছে। আগামী ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে ১৪ লক্ষ স্বতন্ত্র পাম্প স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মোট ১৩টি রাজ্যে ৫৫টি সৌর উদ্যান অনুমোদিত হয়েছে। প্রায় ৪০ গিগাওয়াট ক্ষমতা নির্ধারিত হয়েছে।

উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্পে ২৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দেশীয় সৌর উৎপাদন শক্তিশালী হচ্ছে। আমদানি নির্ভরতা কমছে।

হরিৎ হাইড্রোজেন: শক্তির নতুন দিগন্ত

ইস্পাত, সার, শোধনাগার, জাহাজ পরিবহণ ও ভারী পরিবহণের মতো ক্ষেত্রে নির্গমন হ্রাস দুরূহ। এই ক্ষেত্রগুলিতে হরিৎ হাইড্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

২০২৩ সালে শুরু হওয়া জাতীয় হরিৎ হাইড্রোজেন মিশনের অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই মিশন রূপায়িত হওয়ার ফলে ৮ লক্ষ কোটির বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বস্তুত, ১ লক্ষ কোটির বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি হ্রাস পাবে।

২০৩০ সালের মধ্যে বছরে প্রায় ৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এড়ানো সম্ভব হবে।

পারমাণবিক শক্তি: আইন সংস্কার ও বেসলোড সম্প্রসারণ

পারমাণবিক শক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন অত্যন্ত কম। নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে গ্রিড স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারমাণবিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ভারতের পারমাণবিক ক্ষমতা ৮.৭৮ গিগাওয়াট। নতুন রিয়াক্টর নির্মাণাধীন। ২০৩১–৩২ সালের মধ্যে ক্ষমতা ২২.৩৮ গিগাওয়াটে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী পারমাণবিক শক্তি মিশনের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট অর্জন। পরিচ্ছন্ন শক্তি ও শক্তি নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে এই সম্প্রসারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শক্তি দক্ষতা ও কার্বন বাজার শক্তিশালীকরণ

পারফর্ম, অ্যাচিভ অ্যান্ড ট্রেড প্রকল্প থেকে কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিমে রূপান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিমের অধীনে নির্গমন-নির্ভর শিল্পগুলির জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস ঘনত্বের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অতিক্রম করলে সংস্থাগুলি বাণিজ্যযোগ্য কার্বন ক্রেডিট অর্জন করে। এই ক্রেডিট কেনাবেচা করা যায়।

দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে বাজারভিত্তিক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

গৃহস্থালি স্তরে শক্তি দক্ষতা কর্মসূচি চালু রয়েছে। দক্ষ যন্ত্রপাতি ও আলোক ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। উজালা কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৬.৮৭ কোটি এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে, বছরে ৪৭,৮৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি সাশ্রয় হয়েছে। বছরে ৩.৮৮ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সংস্কার ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি,

এরপর ৫ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

যমুনা'য় ইউনূসের শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার কয়েকশো বিদেশি কন্ডোম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে পাওয়া সরকারি বাসভবন 'যমুনা' ছেড়ে চলে গিয়েছেন মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশি সময় সাড়ে তিনটে নাগাদ রাজধানীর হেয়ার রোডের বাসভবন ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি। তার পরেই ওই বাসভবন পরিচ্ছন্ন করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ গণপূর্ত অধিদফতরের আধিকারিকদের।এর পরেই মুহাম্মদ ইউনূসকে 'যমুনা' ছেড়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমে তিনি জানান, ২৭ ফেব্রুয়ারি সরকারি বাসভবন ছেড়ে দেবেন। কিন্তু গতকাল শুক্রবার বাড়ি না ছাড়ায় এদিন দুপুরে 'যমুনা' হাজির হন তারেকের তিন প্রতিনিধি। তাঁরা হলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. একেএম শামছুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার ও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিক। অবিলম্বে ইউনূসকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেন। তার পরেই সুড়সুড় করে বাড়ি ছাড়েন ইউনূস। এর পরেই বিভিন্ন ঘরের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন গণপূর্ত অধিদফতরের আধিকারিকরা। তখনই একটি আলমারি থেকে কয়েকশো প্যাকেট বিদেশি কন্ডোম উদ্ধার হয়।কেননা, ইউনূসের শোওয়ার ঘরে রাখা বিশেষ আলমারি থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েকশো প্যাকেট বিদেশি কন্ডোম। আর ওই বিপুল পরিমাণ কন্ডোম উদ্ধার হওয়ার পরেই হইচই পড়ে গিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদফতরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার খালেকুজ্জামান চৌধুরী কিছু বলতে রাজি হননি।

শেখ হাসিনা জমানার অবসানের দিনেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে ব্যাপক লুটপাট চালানোর পাশাপাশি ভাঙচুর চালিয়েছিল বিক্ষোভকারীরা। অ-বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছিল গণভবন। ফলে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন হিসাবে বেছে নেওয়া হয় হেয়ার রোডের সরকারি আতিথিশালা 'যমুনা'কে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন খোঁজার কাজ শুরু করেন গণপূর্ত অধিদফতরের আধিকারিকরা। নতুন প্রধানমন্ত্রীর জন্য জাতীয় সংসদ ভবন ও শেরেবাংলা নগর এলাকায় বেশ কয়েকটি ভবন দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারেক জানিয়ে দেন, 'তিনি যমুনাতেই থাকতে চান।'

(৫ পাতার পর)

শক্তির উৎসের পরিবর্তিত পরিসর

সঞ্চালন, বিতরণ, বিলিং ও ব্যবস্থাপনা দক্ষ হওয়া জরুরি। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, সমন্বিত শক্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী সহজ বিদ্যুৎ হর ঘর যোজনার অধীনে প্রায় ১.৮৫ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

মোট ১৮,৩৭৪টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

মোট ২.৮৬ কোটি পরিবার নতুন সংযোগ পেয়েছে। দেশে বিদ্যুৎ প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব

জি-২০ শক্তি রূপান্তর কার্যদলে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও শক্তি নিরাপত্তায় সহযোগিতা জোরদার হয়েছে। জি-২০ সভাপতিত্বকালে ভারত আন্তর্জাতিক জৈবজ্বালানি জোট শুরু করেছে। বর্তমানে ২৫টি দেশ ও ১২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এতে যুক্ত রয়েছে। সাশ্রয়ী ও স্বল্প-কার্বন জৈবজ্বালানির প্রসার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক শক্তি দক্ষতা হাবে যোগ দিয়ে শক্তি দক্ষতায় সহযোগিতা আরও জোরদার হয়েছে। দেশীয় উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

উপসংহার

ভারতের শক্তি যাত্রা আর একক উৎসনির্ভর নয়। সৌর উদ্যান, ছাদে সৌর ব্যবস্থা স্থাপন, হরিৎ হাইড্রোজেন উদ্যোগ, আধুনিক পারমাণবিক কাঠামো, স্মার্ট মিটার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এই পরিবর্তনের অংশ।

নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণ, জাতীয় হরিৎ হাইড্রোজেন মিশনের অগ্রগতি, বিতরণ সংস্থার শক্তিশালীকরণ এবং শক্তি ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নির্দেশ করে। এই রূপান্তর ধাপে ধাপে এগিয়েছে। নীতি সংস্কার, পরিকাঠামো বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এর ভিত্তি।

২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে ভারত। বৃদ্ধি ও সুস্থায়ী উন্নয়ন সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে। গৃহ, কারখানা ও তথ্যকেন্দ্রের শক্তি একটি স্থিতিস্থাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ হবে।

ভারত কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে না। উৎপাদন, সরবরাহ ও অংশীদারিত্বের কাঠামো পুনর্গঠন করছে। নিরাপদ, সুস্থায়ী ও আত্মনির্ভর ভবিষ্যৎ নির্মাণে এই পথ নির্ধারিত হয়েছে।

সিনেমার খবর

কৃষ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রিয়াঙ্কার প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ও হলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান জনপ্রিয় 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আবার ফিরছেন আলোচিত সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজি 'কৃষ'-এ। সম্প্রতি 'কৃষ ৪' সিনেমার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া 'কৃষ' ছবিতে হৃতিক রোশনের বিপরীতে 'প্রিয়া' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সেই সময় থেকেই হৃতিক-প্রিয়াঙ্কা জুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'কৃষ ৪'-এ প্রিয়াঙ্কার এই প্রত্যাবর্তন শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য নয়, বরং তার ব্যক্তিগত চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রায় ছয় বছর পর ভারতীয় ছবিতে ফিরছেন তিনি। এর আগে 'বারাণসী' নামের একটি সিনেমায় কাজ করছেন প্রিয়াঙ্কা, যার শুটিং ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এই ছবির কাজ শেষ করেই তিনি 'কৃষ ৪'-এর শুটিংয়ে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

হৃতিক রোশনের পরিচালনায় নির্মিত হতে যাওয়া 'কৃষ ৪'-এ প্রিয়াঙ্কার উপস্থিতি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সূত্র জানায়, সিনেমাটিতে তাকে একাধিক অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে, যা দর্শকদের জন্য বাড়তি চমক হয়ে উঠবে। ফলে 'প্রিয়া' চরিত্রটি এবার আরও শক্তিশালী ও স্মরণীয় রূপে হাজির হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই খবরে উচ্ছ্বসিত প্রিয়াঙ্কার ভক্তরাও। সামাজিক মাধ্যমে এক ভক্ত লিখেছেন, 'প্রিয়াঙ্কা ফিরে আসছেন! প্রিয় চরিত্র প্রিয়া-কে আবার বড়পর্দায় দেখতে পারা সত্যিই দারুণ।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'হৃতিক-প্রিয়াঙ্কা জুটিকে আবার একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায়।'

ভক্তদের উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্রিয়া ফিরে আসছে! এত বছর পর এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারা সত্যিই বিশেষ অনুভূতির। ফ্যানদের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে দর্শকদের জন্য কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করতে পারব।'

চেক বাউন্স বিতর্কের মাঝেই রাজপালকে সাইনিং করাচ্ছেন বিজেন্দ্র সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১০ সালে 'আতা পাতা লাপাতা' সিনেমার জন্য মুরালি প্রজেক্ট নামে দিল্লির এক সংস্থার কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা ধার করেছিলেন অভিনেতা রাজপাল যাদব। সেই সিনেমাটি বক্স অফিসে ভরাডুবি হওয়ায় টাকা ফেরত দিতে পারেননি তিনি। এর ফলে মামলা গড়ায় আদালত অবধি।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে আদালত রাজপালকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিনেতা ও তার স্ত্রী। চেক বাউন্সের মামলায় সেই সময়ে তাদের সাজা স্থগিত হয়।

২০২৪ সালে আবার দোষী সাব্যস্ত হলেও রাজপালের সাজা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। মামলাকারীদের সঙ্গে সমঝোতা করে বা অর্থ ফেরত দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলেই আশা করেছিলেন আদালত। কিন্তু জানা গেছে, গত বছর অক্টোবর মাসে দেড় কোটি টাকা ডিমান্ড ড্রাফটে জমা দিয়েছেন রাজপাল। তারপরও টাকা শোধ করতে পারেননি অভিনেতা। বর্তমানে দিল্লি হাই কোর্ট তার অন্তর্বর্তী জামিনের শুনানি মুলতবি রাখেন এবং তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছেন। আপাতত জেলেই রয়েছেন রাজপাল।

এর আগে সালমান খান, অজয় দেবগন ও সোনু সুদের মতো তারকারা রাজপালের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

চেক বাউন্স মামলায় বিগত কিছু দিন ধরেই চর্চায় রাজপাল যাদব। বর্তমানে জেল বন্দি তিনি। তবে এই বন্দিদশাতেও বলিউডের একাংশ তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সোনু সুদ ও পরিচালক প্রিয়দর্শন তাকে অভিনয়ের সুযোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। সেই তালিকায় এবার বক্সার-অভিনেতা বিজেন্দ্র সিংয়ের নাম। তার ছবিতে রাজপাল যাদবকে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখলেন, 'আমি গুণীদের কদর করি।'

রোববার এক্স হ্যান্ডেলে রাজপাল যাদবকে নিয়ে একটি পোস্ট করেন বিজেন্দ্র সিং। সেই পোস্টে লিখেছেন, আমি সত্যিকারের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। রাজপাল যাদব ভারতীয় সিনেমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। আমি রাজপাল যাদবকে আমার পরবর্তী সিনেমায় নিতে চাই। সিনেমাটির পরিচালক সঞ্জু সাইনি।

এরপরই পরিচালক সঞ্জু সাইনি এ নিয়ে পোস্ট করেছেন। পরিচালক লিখেছেন, রাজপালের মতো অভিনেতাকে পেলে তার ছবি সমৃদ্ধ হবে।

পণ্ডিত রবিশঙ্করের চরিত্রে ফারহান আখতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছোটপর্দায় নিজের স্বতন্ত্র অভিনয়ভঙ্গি ও উপস্থিতি দিয়ে দর্শকের মন জয় করেছেন সাফা কবির। গ্ল্যামারাস ও রোমান্টিক চরিত্রে যেমন সাবলীল, তেমনই চ্যালেঞ্জিং ভূমিকায়ও তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন নিজের দক্ষতা। চরিত্রের প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে কখনও পিছপা হন না এই অভিনেত্রী। আর সেই ধারাবাহিকতায় এবার তিনি হাজির হচ্ছেন একেবারে ভিন্নধর্মী আয়োজনে।

সম্প্রতি নিরীক্ষাধর্মী নাটক 'মৎস্যকন্যা'-তে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাফা কবির। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সেরনিয়াবাত শাওন। এরই মধ্যে নাটকটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং

শিগগিরই এটি প্রচারিত হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, মৎস্যকন্যা কেবল একটি কল্পকাহিনী নয়; এতে বাস্তবতার আবহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিজ্যুয়াল ইলিউশনের অভিনব ব্যবহার। গল্পে দেখা যাবে এক রহস্যময় তরুণীর জীবন, যে নিজেকে মানুষ ও জলজগতের মাঝামাঝি এক সত্তা বলে অনুভব করে। তার ভেতরের টানাপড়েন, সমাজের চোখে ভিন্ন হয়ে ওঠার যন্ত্রণা এবং নিজের পরিচয় খোঁজার লড়াই এসব নিয়েই এগিয়েছে নাটকের কাহিনী।

চরিত্রটির জন্য সাফাকে দীর্ঘ সময় বিশেষ কস্টিউম পরে পানির নিচে ও পানির ধারে শুটিং করতে হয়েছে। বেশকিছু দৃশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে প্রয়োজন হয়েছে নিখুঁত সমন্বয় ও সতর্কতার। পুরো ইউনিটের সহযোগিতায় সেই দৃশ্যগুলো সফলভাবে ধারণ করা হয়েছে।

নির্মাতার ভাষায়, দর্শক এখানে সাফাকে এক নতুন রূপে দেখবেন যেখানে গ্ল্যামারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আবেগ, শারীরিক ভাষা ও নীরব অভিব্যক্তি। সব মিলিয়ে মৎস্যকন্যা হতে যাচ্ছে ভিন্ন ঘরানার একটি নাটক, যা ছোটপর্দায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই প্রত্যাশা।

বিশ্বকাপে কি ফিরছেন ডি মারিয়া?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দারুণ ছন্দে আছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। ৩৮ বছর বয়সেও গোল করে কিংবা করিয়ে দলের জয়ে অবদান রাখছেন। শৈশবের ক্লাব রোসারিও সেন্ট্রালের হয়ে খেলা সাবেক আর্লেবিসেলেস্তার দুর্দান্ত এই ছন্দই উসকে দিচ্ছে একটি প্রশ্ন। আসন্ন বিশ্বকাপে কী দেখা যাবে ডি মারিয়াকে? অবসর ভেঙে কী আবার আকাশী-সাদা জার্সি গায়ে চড়িয়ে মাঠ মাতাবেন এই কিংবদন্তি।

আর্জেন্টিনার লিগ লিগা প্রফেশনালে গতকাল বারাকা সেন্টালের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা ম্যাচে একবার বল জালে পাঠান ডি মারিয়া। রোসারিওর আগের দুটি ম্যাচেও সতীর্থদের দিয়ে দুটি গোলও করিয়েছেন 'এল ফিদিও'।

এই ক্লাবের ইতিহাসে ৩৮ বছরের পর গোল করা মাত্র চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন তিনি। ডি মারিয়ার এই পারফরম্যান্সই বলে দিচ্ছে এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি। তাইতো সমর্থক থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলাররা পর্যন্ত তার ফিরে আসার দিকে তাকিয়ে আছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার তিন তারকা জার্সিতে দেখা যাবে ডি মারিয়াকে, এমনটাই বিশ্বাস করেন

আলবিসেলেস্তাদের সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গোলকিপার উভালদো মাতিলদা ফিল্লোল। ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনার প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের এই সদস্য সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। যেখানে তিনি লিওনেল স্কালোনির দলে ডি মারিয়ার ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন।

আর্জেন্টিনার সাবেক বিশ্বজয়ী গোলকিপার ফিল্লোল বলেন, আমি শুনেছি কোচিং স্টাফ এবং কিছু খেলোয়াড় তাকে জাতীয় দলে ফিরতে উৎসাহিত করছেন। এখন যা দেখছি, তিনি অবশ্যই খেলতে আসবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফিল্লোল আরও বলেন, আমার ধারণা তিনি দলে থাকবেন। আমি মনে করি তারা তাকে পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলতে রাজি করাতে সক্ষম হবে।

আর্জেন্টিনার সাবেক গোলকিপারের ওই পোস্টে ফুটবল সমর্থকরা নিজ নিজ মন্তব্য জানান। কেউ বলেন যে, আলবিসেলেস্তের সঙ্গে তার ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ছিল সেরা উপায়, আবার অনেকে ফিলোলের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হন।

একজন লিখেছেন, 'খুবই সত্য, পাটো। আশা করি তাই হবে।' আরেকজনের মন্তব্য ছিল এমন, 'যদি আমরা আবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে চাই, তাকে অবশ্যই যেতে হবে, কোনো শর্ত ছাড়াই।'

অন্য এক সমর্থক চান ডি মারিয়া অন্তত দলকে সঙ্গ দিক। নিয়মিত একাদশে না খেললেও যেন লিওনেল মেসিদের সঙ্গে দেখা যায় তাকে।

'এল পাটো' নামে পরিচিত আর্জেন্টিনার সাবেক গোলকিপার মেসির মেজর লিগ সকারের সঙ্গে আর্জেন্টিনার লিগের তুলনা করে ডি মারিয়ার পারফরম্যান্সের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তার মতে মেসির এমএলএসের তুলনায় আর্জেন্টিনার লিগ বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ, আর এমন লিগেও নিয়মিত ভালো করছে ডি মারিয়া।

তিনি বলেন, 'আমি মনে করি ডি মারিয়া ভালো করছে। লিও মেসির সঙ্গে তুলনা করলে, লিও এমন একটি লিগে খেলছে যা খুব একটি প্রতিযোগিতামূলক নয়, আর আর্জেন্টিনার ফুটবল অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। এখানে এমনি এমনি কিছুই পাওয়া যায়না, কেউ কেউকে সহজে জায়গা ছেড়ে দেয়না এবং সে ভালো করছে। তার গতিশীলতা আছে, ক্ষুধা আছে, এবং গোল করছে।'

২০২৪ সালের জুলাইয়ে জাতীয় দল থেকে অবসর নেন ডি মারিয়া। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৪৫ ম্যাচে ৩১ গোল করেছেন ৩৮ বছর বয়সী কিংবদন্তি। জিতেছেন কোপা আমেরিকার ও বিশ্বকাপ, দুই টুর্নামেন্টের ফাইনালেই করেছেন গোল।

কিউইদের হারিয়ে পাকিস্তানের আশা বাঁচিয়ে রাখল ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানের প্রার্থনা বুঝি শুনলো বিধাতা। সালমান আলী আগাদের কাছ থেকে তো একটা ধন্যবাদ পেতেই পারে হ্যারি ব্রুকরা। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের রোমাঞ্চর এক জয়ে জমে ক্ষীর হলো সেমি ফাইনালের ওঠার লড়াই। শুক্রবার কিউইদের হারিয়ে নিজেরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের শেষ চারে যাওয়ার আশাও যে বাঁচিয়ে রাখল ইংল্যান্ড।

কলম্বোতে শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চার উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ১৫৯ রান করে কিউইরা। জবাবে ৩ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। দুর্দান্ত অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন উইল জ্যাকস। বল হাতে দুই উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ১৮ বলে ৩২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক বনে গেছেন তিনি।

শেষ তিন ওভারে ইংল্যান্ডের লাগতো ৪৩ রান। গ্লেন ফিলিপসের চতুর্থ আর ইনিংসের ১৮তম ওভার থেকে তারা তোলে ২২ রান। তাতে সমীকরণ দাড়ায় দুই ওভারে ২১। এরপর মিচেল সেন্টনার ১৬ রান দিলে সেখানেই ছিটকে যায় নিউ জিল্যান্ড। শেষ ওভারে চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন জ্যাকস। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন ৭ বলে ১৯ করা রেহান আহমেদ।

এই জয়ে সুপার এইটে গ্রুপ দুইয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে সেমি ফাইনালে যাওয়া নিশ্চিত হলো ইংল্যান্ডের। অন্যদিকে নিউ জিল্যান্ডকে তাকিয়ে থাকতে হবে আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচটির দিকে। তিন ম্যাচে এক জয় এক হার ও একটিতে ফল না হওয়ায় নিউ জিল্যান্ডের পয়েন্ট ৩, পয়েন্ট টেবিলের তাদের অবস্থান দুই। আর কিউদের বিপক্ষে বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেসে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে যাওয়া পাকিস্তান এক পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে।

নেট রান রেটে অনেকটাই পিছিয়ে পাকিস্তান। মিচেল সেন্টনারের দলের রান রেট ১.৩৯০। অন্যদিকে পাকিস্তানের রান রেট -০.৪৬১। তাতে শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে বাবর আজম-আগাদের।

রান তাড়ায় ইংল্যান্ডের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও জস বাটলার আউট হলে স্কোর হয় ২/২। সল্টের উইকেট নেন ম্যাট হেনরি আর বাটলারের উইকেট নেন লকি ফার্গুসন। এরপর ধস ঠেকান হ্যারি ব্রুক-জ্যাকব বেথেল। তবে তৃতীয় উইকেটে তাদের ৪৮ রানের জুটি শেষ হতেই আবার দু'দফা হোঁচট খায় ইংল্যান্ড। ৮ রানের ব্যবধানে দুই সেট বেটার আউট হন। গ্লেন ফিলিপসের শিকার ২৪ বলে ২৬ করা হ্যারি ব্রুক। আর ১৬ বলে ২১ করা বেথেলের উইকেটটি নেন রাচিন রাবীন্দ্রো।

১৪.৩ ওভারে ইংল্যান্ডের রান যখন ১০০, ২৪ রান করে আউট হন স্যাম কারান। শেষ পাঁচ ওভারে তাদের লক্ষ্য দাড়ায় ৫৯। দলীয় ১১৭ রানে টম বেন্টনকে হারিয়ে আরও বিপাকে পড়ে ইংলিশরা। জয়ের থেকে তখনো তারা ৪৩ রানের দূরত্যে, বল বাকি ১৯।

এরপরই ত্রাতা হয়ে আবির্ভাব ঘটে উইল জ্যাকস-রেহান আহমেদ জুটির। সপ্তম উইকেটে তাদের ৪৪ রানের জুটিই জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেয় ইংল্যান্ডকে। নিউ জিল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন রাচিন রবীন্দ্র। চার ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে এই অলরাউন্ডার নিয়েছেন ৩ উইকেট।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা নিউ জিল্যান্ডের শুরুটা ছিল দারুণ। টিম সাইফোর্ট-ফিন অ্যালেনের উদ্বোধনী জুটি থেকে আসে ৬৪ রান। ২৫ বলে ৩৫ করা সাইফোর্টকে স্ট্যাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলে জুটি ভাঙেন আদিল রাশিদ। স্কোরবোর্ডে দুই রান যোগ হতে পরের ওভারেই ফিরেন আরেক ওপেনার অ্যালেন। উইল জ্যাকসের শিকার হওয়ার আগে ডানহাতি ব্যাটার করেন ১৯ বলে ২৯। এরপর কেবল গ্লেন ফিলিপসই কেবল খেলছেন বলার মতো ইনিংস। তাঁর ৪ চার ও ১ ছয়ে ২৮ বলে ৩৯ রানই ছিল নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের সর্বোচ্চ। ১২ ওভারে ১০৬ করা নিউ জিল্যান্ড পরের আট ওভার থেকে তোলে ৫৩ রান। বল হাতে সমান দুটি করে উইকেট নিয়েছেন আদিল রাশিদ, উইল জ্যাকস ও রেহান আহমেদ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR